ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ **সারাদিন**

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

দীপিকার আগেই কি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন ক্যাটরিনা, লন্ডনে অভিনেত্রীর ভিডিও ঘিরে জোর জল্পনা নেটপাড়ায়

পৃঃ ৫

গম্ভীর ফের ভাঙন ধরালেন কেকেআর শিবিরে, ভারতের কোচিং স্টাফের চাকরি বাঁচল একজনেরই

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২০৪ ● কলকাতা ● ১১ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ২৭ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বিলে সম্মতি মুলতুমি রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলের রাজ্যপালের অফিসে নোটিশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : বিধানসভায় পাশ করা বিলগুলি কোন কারন না দেখিয়ে সম্মতি দিতে অস্বীকার করেছেন রাজ্যপাল। যা সংবিধানের ২০০অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। এই মর্মে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল। যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের অফিসকে নোটিশ জারি করেছে। চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচুড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্রের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে মামলাটি তালিকাভুক্ত হয়। সরকার পক্ষের আইনজীবী বলেছিলেন আবেদন শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়নি। এ ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছিলেন আবেদন বিচার করা হবে।

সংবিধানের এই ২০০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যখন

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্য স্তরের বৈঠকে প্রায় নিয়মিত গরহাজির থাকেন শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জানতে পারেন না রাজ্য নেতৃত্ব। রাজ্য সভাপতির ডাকা বন্‌ধ তিনিই ঘোষণা করে মাঝপথে শেষ করে দেন। নিজে নিজেই ২১ জুলাইয়ে তৃণমূলের পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা করে বসেন। অবশ্য তিনি প্রকাশ্যে বলেনও যে, তিনি সংগঠনের কেউ নন। বলে দেন, দলের সংখ্যালঘু মোর্চার দরকার নেই। সেই ভাষণেই পাল্টে দেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদীর স্লোগান।গত ১৬ জুলাই বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসলের নেতৃত্বে সল্টলেকের দফতরে একাধিক বৈঠক হয়। বৈঠকে রাজ্য বিজেপির আগামী কর্মসূচি ঠিক হয়েছিল। সেই সব বৈঠকেও শুভেন্দু হাজির ছিলেন না।

তবে শুভেন্দু-অনুগামী এক নেতার বক্তব্য, ''বাংলা বিজেপিতে শুভেন্দুদার মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিক কেউ আছেন কি? তিনি সমালোচনা করলে মন দিয়ে শোনা যেত।" তাঁর আরও বক্তব্য, "শুভেন্দুদা যখন জনপ্রতিনিধি হন, বিজেপির এখনকার রাজ্য নেতাদের অনেকের তখন রাজনীতিতে হাতেখড়িও হয়নি! উনি জানেন, কোন বৈঠকে থাকা উচিত, কোনটায় নয়। কোন কথা বলা উচিত, কোনটা নয়। কর্মীদের মনের কথাই উনি কর্মসমিতির বৈঠকে বলেছেন। ওই জন্যই অত হাততালি পড়েছিল!"

রাজ্য স্তরের বৈঠকে প্রায় নিয়মিত গরহাজির থাকেন। থাকেন, যদি সেই বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতারা থাকেন।

এরপর ৩ পাতায়

বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী যে ভাবে গুলি ব্যবহার করেছে, তাতেও উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ রাষ্ট্রপুঞ্জের। বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী যে ভাবে গুলি ব্যবহার করেছে, তাতেও উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। নিউ ইয়র্কে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের এই উদ্বেগের কথা বাংলাদেশ সরকারকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য, গত কয়েক দিন ধরেই ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে বাংলাদেশ। সংবাদমাধ্যম প্রথম আলোয় প্রকাশ, শুক্র ও শনিবার ঢাকা এবং সংলগ্ন এলাকায় কার্ফু শিথিলের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। বুধ এবং বৃহস্পতিতে ঢাকা এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে ৭ ঘণ্টার জন্য কার্ফু শিথিল ছিল। শুক্র এবং শনিতে ঢাকা শহর এবং জেলা, গাজীপুর শহর ও জেলা, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীতে ৯ ঘণ্টার জন্য কার্ফু শিথিল করা হয়েছে। তবে পুলিশি ধরপাকড় এখনও চলছে। রাজপথে এখনও রয়েছে সেনাবাহিনীর টহল। বৃহস্পতিবার রাতেও পুলিশের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি দূতাবাসেও সে কথা জানানো হয়েছে।

গত কয়েক দিনে বাংলাদেশে যে ভাবে হত্যা হয়েছে, যে ভাবে গণ গ্রেফতারি চলছে, তা যথেষ্ট উদ্বেগের বলেই মনে করছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিবের মুখপাত্রের মতে, যে কোনও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ পথে চলা উচিত। তবে একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকার এবং প্রশাসন যাতে

এরপর ৩ পাতায়

বসতে চলেছে নীতি আয়োগের বৈঠক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নীতি আয়োগের বৈঠকে হাজির থেকেও বলার সুযোগ আসে সব শেষে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একতরফা ভাষণ শুনতে হয়। আলোচনার সুযোগ তেমন থাকে না। ফলে বাংলাকে নিয়ে সেখানে বলার সুযোগও মেলে না। আর তাই এবার কিছুটা ভিন্ন পথে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।নবান্ন সূত্রে খবর নীতি আয়োগে মুখ্যমন্ত্রীর লিখিত বক্তব্যে মূল দিক হবে এগুলোই। মমতা আবারও জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলাকে অবহেলা বঞ্চনা এবার বন্ধ করুক কেন্দ্র। গত ডিসেম্বরে শেষবার দিল্লি এসেছিলেন মমতা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ সাংসদদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন। সেই সময় মোদি তাঁদের কথা দেন একশো দিনের কাজ নিয়ে কেন্দ্র রাজ্য অফিসার লেভেলে বৈঠক হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বাংলা কোনও বকেয়া পায়নি। তারপর ভোট এসে যায়। লোকসভা ভোটে তৃণমূলের বড় হাতিয়ার ছিল বঞ্চনা। ভোট মিটতে আবার সেই ইস্যুগুলি সামনে এসে গেল। নীতি আয়োগে মুখ্যমন্ত্রীর লিখিত বক্তব্যে এই অবহেলা

এরপর ৪ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তৃণমূলের নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন বেআইনি কাজকর্ম চালাতেন জামাল

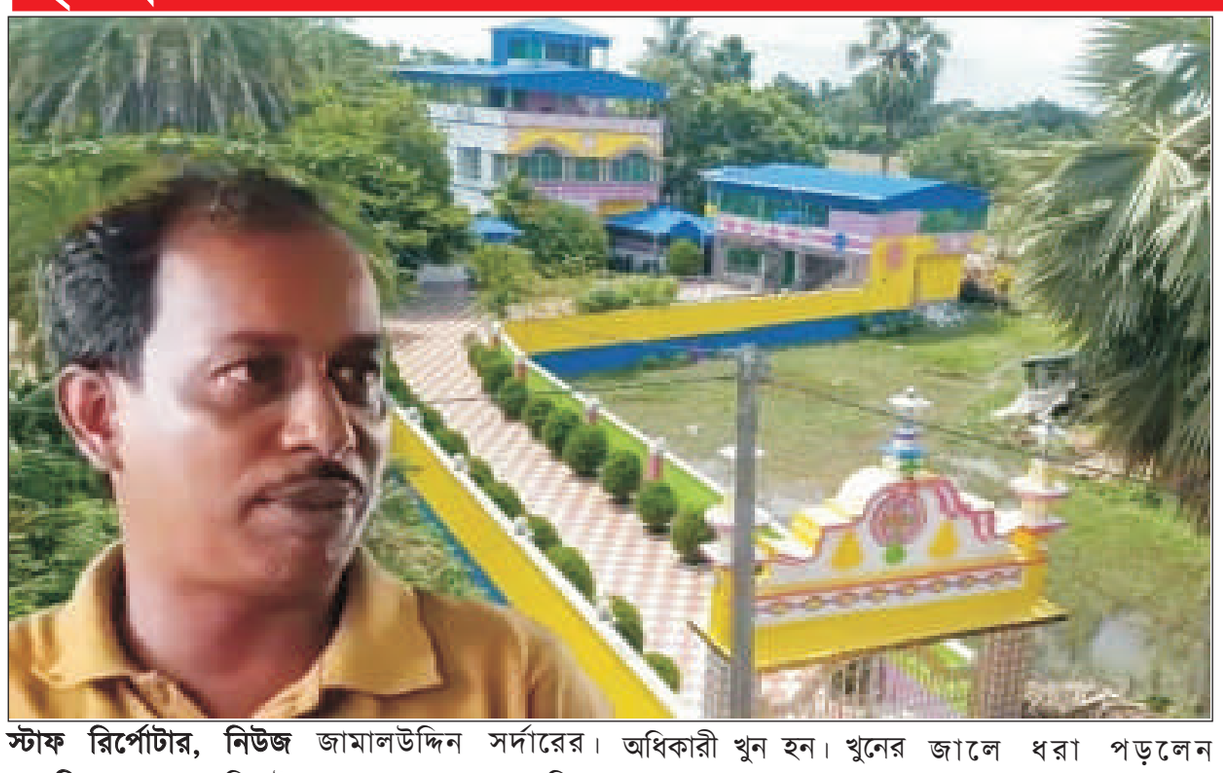

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জামালকে নিয়েই ভোররাতে সোনারপুরের 'প্রাসাদে' অভিযানে পুলিশ। সোনারপুরের দাপুটে তৃণমূলকর্মী জামালউদ্দিন সর্দার ওরফে জামালকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালাল পুলিশ। বাড়ি সংলগ্ন যে জায়গায় সালিশি সভা বসাতো জামাল, যেখানে শিকল বেঁধে নির্মম অতয়াচারের অভিযোগ উঠেছে, সেই সব জায়গায় এদিন তল্লাশি অভিযান চলে।

পুলিশ-প্রশাসন, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের আধিকারিকদের একাংশের সঙ্গে যোগসাজশ ছিল জামালউদ্দিন সর্দারের। তৃণমূলের নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন বেআইনি কাজকর্ম চালাতেন জামাল। আমাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারতে ৩ লক্ষ টাকা সুপারি দেয় একজনকে। এমনকী, আমার ছেলে-মেয়েকে অপহরণের চেষ্টা হয়েছিল। পুলিশকে জানিয়েও কাজ হয়নি। সোনারপুরের জামালউদ্দিন সর্দার গ্রেফতার হওয়ার পর একের পর এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন প্রতাপনগরের বাসিন্দা সমীর নস্কর।তাঁর অভিযোগ, একুশের বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার দিন, ২ মে বিজেপি কর্মী হারাণ অধিকারী খুন হন। খুনের ঘটনাতেও যুক্ত ছিলেন জামাল। এই সমস্ত কাজের প্রতিবাদ করাতেই তিনি জামালের রোষের মুখে পড়েন বলে দাবি করেছেন সমীর নস্কর। এর আগে জামাল দাবি করেন, এই সমীরই তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিয়েছেন। মাটির নীচে জলের রিজার্ভারের তালা ভাঙা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, জামালের বাড়ি থেকে সিসিটিভির হার্ডডিস্ক সহ বেশ কিছু জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের নজর এড়াতে মুখ ঢেকেছিলেন মাস্কে,আর সেই মাস্কই কাল ধরে বিধাননগর হয়ে হল।অবশেষে পুলিশের বাগুইআটিতে আসেন জামাল। সেদিনই ফের সোনারপুরের মিলনপল্লিতে এক পরিচিতর বাড়িতে আশ্রয় নেন তিনি। একদিন সেখানে কাটিয়ে, বৃহস্পতিবার ফের জায়গা বদল করেন জামাল। হুগলির ডানকুনি হয়ে এসে ওঠেন কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকার বৈরামপুরে। নিখোঁজ থাকার ৩ দিন পর, জামালউদ্দিনের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন দেখে, নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার শামুকপোতা থেকে জামালকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে দাবি, কলকাতার ফ্ল্যাটে গা ঢাকা দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল সালিশি-অত্যাচারে অভিযুক্ত সোনারপুরের তৃণমূল কর্মীর। পুলিশ সূত্রে দাবি, পরিবারকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে মাস ছয়েকের জন্য দূরে কোথাও আত্মগোপনের পরিকল্পনা ছিল জামালের। তার জন্য নতুন মোবাইল ফোন কেনার পাশাপাশি নিজের ফোন নম্বর পরিবর্তন করতে কিনেছিলেন নতুন সিমও। কিন্তু এরমধ্যেই এক পরিচিতের ফোন থেকে শাশুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের বিপদ বাড়ান সোনারপুরের তৃণমূল কর্মী।

রাজ্যপাল সম্পর্কে যে কোন মন্তব্য করতে

পারবেন না মুখ্যমন্ত্রী সহ চার তৃণমূল নেতা-নেত্রী জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট

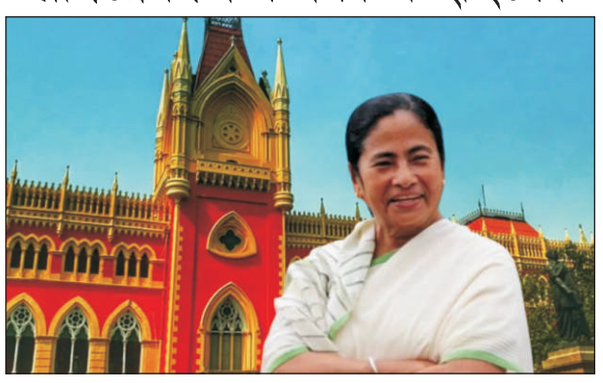

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : শুক্রবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক মন্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী সহ চারজনকে বাক সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিল হাইকোর্ট। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাজ্যপালের মানহানি মামলায় এমনটাই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চ মামলা সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতি কৃষ্ণ রাও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছিলেন "১৪ ই আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কোন সম্মানহানি মন্তব্য করতে পারবে না মুখ্যমন্ত্রী সহ চার তৃণমূল নেতা নেত্রী"। আদালত জানিয়েছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং পবিত্র বিষয় হল মানুষের মর্যাদা। সেটাকে রক্ষা করার জন্য আইনের সংস্থান রয়েছে। মানুষের বাক স্বাধীনতাকে কখনো খর্ব করা যাবে নাও বলে জানিয়েছে আদালত। সত্যি জানার অধিকার সবার আছে। এই সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বা উচ্চ পদে থাকা ব্যক্তিদের অনেক বেশি দায়িত্বশীল থাকতে হবে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আদালত। সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতি কৃষ্ণ রাও বলেছিলেন, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মহিলা সংক্রান্ত যে অভিযোগ উঠেছিল তা সকলেরই জানা। সেটা আইনের বিচার্য বিষয়। এরপরেও এইরকম মন্তব্য ঠিক নয়। মানহানিকর কিছুই হয়নি। ফলে সেখানে স্থগিতাদেশ প্রশ্ন ওঠে না মন্ত্রীর তরফের আইনজীবী সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই কথাই জানিয়েছেন। বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফের আইনজীবী জয়ন্ত মিত্র বলেছেন "তার মক্কেল রাজ্যপালকে যে চিঠি দিয়েছেন তাতে কোথাও অসম্মানজনক একটা কথাও নেই"। পাশাপাশি বিধায়ক রেয়াত হোসেনের আইনজীবী কিশোর দত্ত বলেছেন " তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নাকি মিডিয়ায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছেন কিন্তু একজন জনপ্রতিনিধির এই ধরনের কথা বলা এবং আলোচনা করা স্বাভাবিক"। এ ব্যাপারে একাধিক নির্দেশ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, কুনাল ঘোষ এবং রেয়াত হোসেনের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল মানহানির মামলা করেছিলেন।

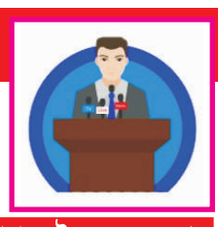

চন্দ্রকোনায় উচ্চ ক্ষমতসম্পন্ন

বৈদ্যুতিক তারে আকর্ষিত হয়ে নাবালিকার মৃত্যু! রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, অবরোধে এলাকাবাসী

পশ্চিম মেদিনীপুরঃ নিউজ সারাদিন : বাড়ির সামনে ৩৩ হাজার ভোল্ট এ বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় মৃত্যু হল এক নাবালিকার। ঘটনার জেরে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকাবাসি। বৃহস্পতিবার বিকেলে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার ১১ নম্বর ওয়ার্ড এর দক্ষিণ বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির পাশেই এক প্রতিবেশী মিঠুন খাঁড়া র বাড়িতে তাঁর মেয়ের সাথে খেলতে এসেছিল ওই নাবালিকা। এরপর তারা খেলা ছলে বাড়ির ছাদে ওঠে।

অন্যদিকে ওই বাড়ির খুব কাছ দিয়েই চলে গিয়েছে ৩৩ হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিক লাইন। মুহূর্তেই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। হাই এক্সটেনশন লাইন ওই নাবালিকার শরীরে আকর্ষিত হয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে যায়। চোখের নিমিষেই নাবালিকার দেহ নিথর হয়ে যায়। তড়িঘড়ি এলাকাবাসীরা নাবালিকাকে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।মৃত নাবালিকার নাম আরাধ্যা দোলাই,সে স্থানীয় একটি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছই চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ। এলাকাবাসীরা চন্দ্রকোনা দক্ষিণ বাজার এলাকায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে থাকে।দফায় দফায় গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন, এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে পুলিশের সাথেও বচসা শুরু হয়। যার ফলে দীর্ঘক্ষণ রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রতিদিনের মতো বন্ধুর বাড়িতে খেলতে গিয়ে ফুটফুটে মেয়ের এমন নির্মম পরিণতি ঘটবে তা বিশ্বাসই করতে পারছে না নাবালিকার পরিবার। শোকে বাকরুদ্ধ গ্রামবাসী।

কার্গিল বিজয় দিবস পালিত হল কোচবিহারে

বেবি চক্রবর্ত্তী: কোচবিহার: নিউজ সারাদিন : বিএসএফের ৯৮ নং ব্যাটালিয়ন এবং ১৫১ নং ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে শুক্রবার কার্গিল বিজয় দিবস পালিত হল কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে।এই উপলক্ষে এদিন চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।সেখানে সীমান্ত এলাকার ক্ষুদেরাও অংশ নেয়।অংশ নিয়েছিল ভোটবাড়ির যোগাদল।তারাও যোগ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন।এদিন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাও জানানো হয়েছে বিএসএফের তরফে।শহিদ পরিবারগুলির প্রতিও সমবেদনা জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও উদ্দ্যেশ্য নিয়ে বিএসএফের ১৫১ নং ব্যাটালিয়নের সিও অনিল কুমার,৯৮ ব্যাটালিয়নের সিও দীপক কুমাওত,চ্যাংরাবান্ধা বিওপি এর কোম্পানি কমান্ডার সুরেশ সিং গুজ্জর প্রমুখ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিও অরিন্দম মন্ডল, শুল্ক দপ্তরের চ্যাংরাবান্ধা শাখার তিন সুপারিনটেন্ডন্ট বিবেক কুমার, অজয় কুমার মন্ডল, আশুতোষ বিশ্বাস, ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ওসি সুরজিত বিশ্বাস, চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইলিয়াস রহমান, চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এনিয়ে কি জানিয়েছেন,১৫১ নং ব্যাটালিয়নের সিও অনিল কুমার।

ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত মহিলা

জন্ম দিলেন জীবিত শিশুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কথায় আছে রাখে হরি মারে কে? গাজা ও ইজরায়েলের যুদ্ধে প্রাণ হারানো নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা নারী ওলা আল-কুর্দ জন্ম দেয় এক সুস্থসন্তানের। এই ঘটনায় স্তম্বিত গোটা বিশ্ব। ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হলেও সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় ওলার নবজাতক শিশু ও তার স্বামী। গত ১৯ শে জুলাই গাঁজার মধ্যাঞ্চলে আল-নুসেইরেতে ওলার বাড়িতে ভয়ানক বিমান হামলা চালায়

এরপর ৩ পাতায়

এনসিসি-এর পক্ষ থেকে

কার্গিল বিজয় দিবস পালিত হল

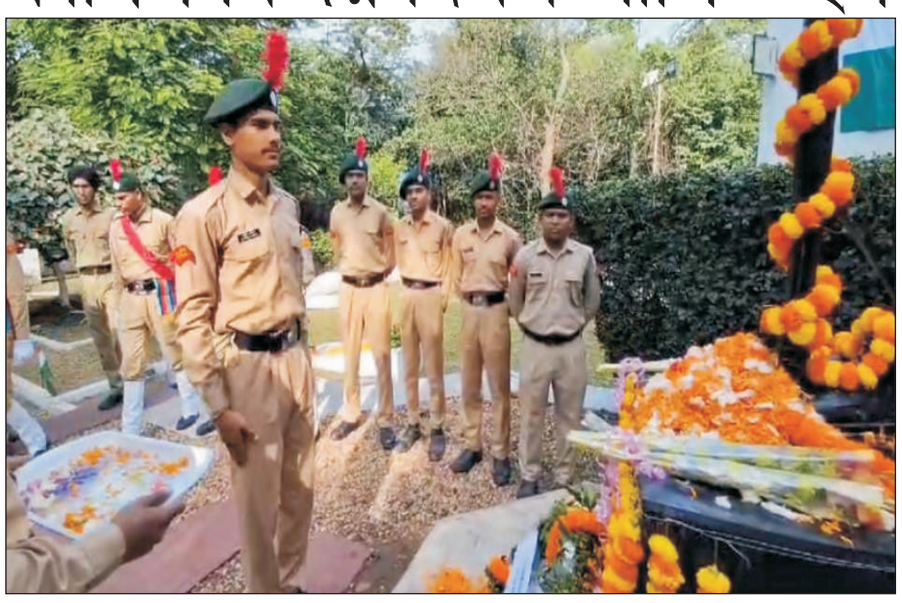

ঝাড়খণ্ড: নিউজ সারাদিন : কার্গিল বিজয় দিবসে জামশেদপুরের পুলিশ লাইনে ওয়ার মেমোরিয়ালে ৫২৭ বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং বীর শহীদদের স্মরণ করা হয়। পূর্ব সৈনিক পরিষদ আজ এখানে এসে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। ভিজ্যুয়াল পুলিশ লাইনে শ্রদ্ধা সভাতে অংশগ্রহণকারী সকল প্রাক্তন সৈনিক ও এনসিসির লোকজন সাধারণ মানুষের জাইকারা হাফপ্যান্ট পরিধান করে। ৩ মে ১৯৯৯-এ শুরু হওয়া এই যুদ্ধ ১৯৯৯ সালের ২৬ জুলাই শেষ হয়েছিল, আজ ২৫ বছর হয়ে গেছে, আজ সারা দেশ এটিকে শিলওয়ার জয়ন্তী হিসাবে উদযাপন করছে, আমাদের তিন বাহিনীর বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে জামশেদপুরে ওয়ার মেমোরিয়াল। পূর্ব সৈনিক পরিষদ জামশেদপুরের পক্ষ থেকে সকল বীর শহীদদের স্মরণ। আমরা দেশের মানুষকে বলতে চাই, আমাদের দেশ আগেও নিরাপদ ছিল, আজও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কোনো শত্রু আমাদের দেশের দিকে চোখ তুলতে সাহস করবে না।সুশীল সিং পূর্ব সৈনিক পরিষদ আজ আমরা শহীদয স্থানেঃ কার্গিল যুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণ করেছি এবং সমস্ত ৫২৭ বীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি।

ভারতের ডিজিটাল চলচিত্রের সুরক্ষা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ডিজিটাল লেনদেনের প্রশ্নে ভারত সারা বিশ্বে প্রথম সারিতে। এ দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০২৩-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯৩ কোটি ৬০ লক্ষ। ভারতীয় 'ডিজিটাল নাগরিক'রা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, আর্থিক লেনদেন এবং সরকারি পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনে ডিজিটাল পন্থাকে আরও বেশি করে বেছে নিচ্ছেন। এই ডিজিটাল লেনদেনের জগৎকে সুরক্ষিত রাখতে এবং সাইবার অপরাধ ও জালিয়াতির মোকাবিলায় ভারত সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একের পর এক নীতি রূপায়ণ করে চলেছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০০-এর ৭০(বি) ধারার আওতায় চালু করা হয়েছে ইন্ডিয়ান কম্পিউটার এমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (সার্ট-ইন)। এর কাজ হল, ২৪X৭ ভিত্তিতে ভারতের সাইবার দুনিয়াকে সুরক্ষিত রাখা। অনভিপ্রেত ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র সক্রিয় হয়ে ওঠে এর হেল্পডেস্ক। বিগত তিন বছরে সার্ট-দিন সাইবার অপরাধের বেশ কিছু ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। ২০২১-এ এই ধরনের নথিভুক্ত ঘটনার সংখ্যা যেখানে ছিল ১ লক্ষ ২২ হাজার ৭৬৪, সেখানে ২০২২-এ তা দাঁড়ায় ২৭ হাজার ৪৮২ এবং ২০২৩-এ ২৩ হাজার ১৫৮।

লোকসভায় ২৪ জুলাই এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী শ্রী জিতিন প্রসাদ।

সার্ট-ইন-এর পাশাপাশি, সাইবার অপরাধের মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার আরও নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। গড়ে উঠেছে ভারতীয় সাইবার অপরাধ সমন্বয় কেন্দ্র। এদের পোর্টাল https://cybercrime.gov.in-এ সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারেন মানুষ। স্বয়ংক্রিয় পন্থায় তা জানিয়ে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট রাজ্য কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে। এছাড়াও তৈরি করা হয়েছে 'নাগরিক আর্থিক সাইবার জালিয়াতি রোধ ব্যবস্থাপনা প্রণালী'। রয়েছে টোল-ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর - ১৯৩০। এছাড়াও, সাধারণ মানুষকে সাইবার দুনিয়ার বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতে বহুমুখী উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। নিয়মিত ভিত্তিতে সতর্ক করে দেওয়া হয় নাগরিকদের। আইন প্রণয়নকারী, আইনজীবী এবং বিচার বিভাগের আধিকারিকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০২৩-এর লক্ষ্য হল, নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখা। এইসব তথ্য ব্যবহার করার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট বিধি-নিয়ম রয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যাদি ভারতের মধ্যে রাখার নির্দেশ জারি করেছে।

১-ম পাতার পর

রাজ্য স্তরের বৈঠকে প্রায় নিয়মিত গরহাজির থাকেন শুভেন্দু

থাকেন না রাজ্যের কোর কমিটির বৈঠকেও।

রাজ্য বিজেপির অন্দরে শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে অতএব জল্পনা তিনি কি 'কেন্দ্রশাসিত'? এটা অনস্বীকার্য যে, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বাংলায় দলের 'মুখ' হিসেবে শুভেন্দুকেই মনে করেন। শুভেন্দু 'জননেতা'। শুভেন্দুর সভায় ভিড়ও হয়। শুভেন্দু তৃণমূলের সরকারে একাধিক মন্ত্রিত্বও সামলেছেন। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক অধিবিদ্যার উপর আস্থা রাখবেন, তা আশ্চর্যের নয়। সম্ভবত এ-ও আশ্চর্য নয়, যা শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠেরা বলেন। তাঁদের কথায়, "দাদা ওই রকমই। বাকিদেরই একটু মানিয়ে নেওয়া উচিত।" এক শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠের তো এমনও দাবি যে, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিজেপির বাকিদের শুভেন্দুর কোনও সমালোচনা করাই উচিত নয়!তবু আলোচনা এবং জল্পনা হচ্ছে। যা সমালোচনারই নামান্তর। সপ্তাহখানেক আগেও রাজ্য বিজেপিতে যাঁরা শুভেন্দুর 'ভক্ত' ছিলেন, তাঁরাই সেই আলোচনা করছেন। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে শুভেন্দু সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছেন বলে যাঁরা 'ধন্য ধন্য' করেছিলেন তাঁরাও এখন 'নেতা' শুভেন্দুর ত্রুটি খুঁজছেন।

কেন্দ্রীয় শীর্ষনেতারা উপস্থিত না থাকলে শুভেন্দু দলের বৈঠকে সাধারণত হাজির থাকেন না বলে অভিজ্ঞেরা জানাচ্ছেন। লোকসভা নির্বাচনের পরে গত ১৫ জুনের কোর কমিটির বৈঠকেও তিনি ছিলেন না। সেই বৈঠকেই চার আসনের উপনির্বাচনের জন্য পছন্দের প্রার্থিতালিকা তৈরি হয়েছিল। সক্রিয় রাজনীতিতে এখন আর না থাকলেও বিজেপির এক অভিজ্ঞের কথায়, "উনি দলে নতুন, এটা তো আর এখন বলা যাবে না। চার বছর হয়ে গিয়েছে। তাঁর এটা জানা উচিত যে, বিজেপির নিয়ম অনুযায়ী বিরোধী দলনেতা সংগঠনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।" তাঁর আরও বক্তব্য, "বিজেপির সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৬-তে 'স্টেট কাউন্সিল' গঠনের কথা রয়েছে। তার ১ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, ওই কমিটির সদস্য হবেন রাজ্য বিধানসভার দলনেতা। আবার অনুচ্ছেদ ১৮ অনুযায়ী তিনি 'ন্যাশনাল কাউন্সিল'-এরও সদস্য।" ওই নেতার মতে, বিজেপি পরিষদীয় দল এবং সংগঠন আলাদা করে চালানোর পক্ষপাতী হলেও বিরোধী দলনেতার আলাদা গুরুত্ব থাকে সাংগঠনিক কাজকর্মে।

রাজ্য বর্ধিত কর্মসমিতির বৈঠকের প্রকাশ্য অংশে সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতিতে মোদীর 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' স্লোগান পাল্টে দিয়েছিলেন শুভেন্দু। কিন্তু বৈঠক চলার মধ্যেই তাঁকে 'সাফাই' দিতে হয়। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে বলতে হয়, শুভেন্দুর মত দলের মতামত নয়। বিজেপি সূত্রের খবর, 'সাফাই' এবং 'বিবৃতি' দুই-ই ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে। তার পর থেকেই বিজেপির অন্দরে শুভেন্দুকে নিয়ে জল্পনা আরও বেড়েছে। তাঁর সঙ্গে রাজ্য সভাপতির 'সমন্বয়' আছে কি না, আলোচনা শুরু হয়েছে তা নিয়েও। কোনও কারণে রাজ্য দল এবং বিরোধী দলনেতার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে তার সমাধান রয়েছে বিজেপির সংবিধানে। অনুচ্ছেদ ২৮ অনুসারে একটি সাত সদস্যের সমন্বয় কমিটি গড়া যায়। বাকি ছয় সদস্যের মধ্যে বিরোধী দলনেতা-সহ তিন বিধায়ক থাকা বাধ্যতামূলক। রাজ্যে এই প্রথম বিজেপি প্রধান বিরোধী দল হওয়ায় অতীতে এই অনুচ্ছেদ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি। তবে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে শুভেন্দুর 'বনিবনা' না থাকায় একবার এমন কমিটি তৈরি নিয়ে ভাবনাচিন্তা হয়েছিল। যদিও পরে তা কার্যকর হয়নি।কিন্তু এখন আলোচনা শুরু হয়েছে আবার। দলের কর্মসমিতির বৈঠকের পরে রীতি অনুযায়ী সাত দিনের মধ্যে সব সাংগঠনিক জেলায় কর্মসমিতির বৈঠক করতে হয়। অর্থাৎ, ১৭ জুলাইয়ের বৈঠকের পর ২৪ জুলাইয়ের মধ্যে জেলা স্তরের কর্মসমিতির বৈঠক সেরে ফেলার কথা। যা ৪৩টি সাংগঠনিক জেলার এক-তৃতীয়াংশের মতো জায়গায় এখনও হয়নি। সংসদের অধিবেশনের কারণে এই সমস্যা বলে দলের দাবি। প্রতিটি বৈঠকেই রাজ্য স্তরের অন্তত এক জন নেতার থাকার কথা। শুভেন্দু কি কোনও বৈঠকে ছিলেন? এক রাজ্য নেতা বলেন, "শুভেন্দুদা নিজের কর্মসূচি নিজেই ঠিক করেন। তাই তাঁকে দলের তরফে আলাদা করে কোনও বৈঠকে যেতে বলা হয়নি। নিজের এলাকা পূর্ব মেদিনীপুরের দুই সাংগঠনিক জেলা কাঁথি ও তমলুকের বৈঠকে ছিলেন কি না সেটা জানা নেই।"২০২২ সালের অগস্টে বৈদিক ভিলেজে বিজেপির প্রশিক্ষণ শিবিরেও শুভেন্দুর উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সেখানে সাংসদ, বিধায়ক এবং রাজ্য নেতাদের টানা তিন দিন থাকার নির্দেশ ছিল। শুভেন্দু তা করেননি। লোকসভা ভোটের বিপর্যয়ের পরে আবার সেই সব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ঘটনাচক্রে, শুভেন্দু অনেক ক্ষেত্রে 'সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত'ও নিয়ে থাকেন। যেমন এক নেতার কথায়, "উনি সংগঠনের কেউ না হলে ভোটের পর আক্রান্তদের নিয়ে রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসেছিলেন কেন? সেটা তো পরিষদীয় দলের কর্মসূচি ছিল না! সেখান থেকেই ২১ জুলাই গোটা রাজ্যে 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। সংগঠনের কেউ না হলে তা দেন কী করে?" দৃষ্টান্ত বলছে, অতীতেও শুভেন্দু রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করার আগেই ধর্মতলায় অমিত শাহের সভা-সহ অনেক দলীয় কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। এক রাজ্য নেতার অবশ্য বক্তব্য, "উনি ওই সব ঘোষণা করে ভুল করেননি। তাঁকে সেই স্বাধীনতা দলই দিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনেও অনেক আসনের প্রার্থী বাছাইয়ে তাঁর মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।" বস্তুত, লোকসভা নির্বাচনের আগে আলাদা করে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শুভেন্দুকে। কংগ্রেস থেকে কৌস্তভ বাগচি বা তৃণমূলের তাপস রায়কে দলে নেওয়ার সময় নিজেই সে কথা জানিয়েছিলেন শুভেন্দু। ভোটের আগে অন্য দল থেকে কাদের নেওয়া যেতে পারে, সেই সিদ্ধান্ত নিতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় স্তরের কমিটিতে রাজ্যের প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন শুভেন্দুই।

১-ম পাতার পর

বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী যে ভাবে গুলি ব্যবহার করেছে, তাতেও উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব

সাধারণ মানুষের সেই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার নিশ্চিত করে, সে দিকেও আলোকপাত করেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিবের মুখপাত্র। ডুজারিক বলেন, 'যে ভাবে হিংসা চলেছে, তার স্বচ্ছ এবং গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে তদন্ত হওয়া দরকার এবং যাঁরা এর নেপথ্যে রয়েছেন, তাঁদের চিহ্নিত করা দরকার। কিন্তু একই সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনার পরিবেশও তৈরি হওয়া প্রয়োজন।' তাঁর মতে, মানুষ যাতে গ্রেফতারির বা আহত হওয়ার ভয় ছাড়া শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ জানাতে পারেন, তা নিশ্চিত হওয়া দরকার।

পাশাপাশি রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার হাই কমিশনার ভল্কার টুর্কও বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশে বলেছেন যাতে গত কয়েক দিনের অশান্তিতে নিহত, আহত এবং গ্রেফতারির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশের পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা যাতে মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক বিধি মেনে চলে, সেই বার্তাও দিয়েছেন তিনি।

কার্গিল বিজয় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য,

লাদাখে শ্রদ্ধাঞ্জলি সমারোহে অংশগ্রহণ

নতুন দিল্লি ২৬ জুলাই ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ লাদাখে ২৫ তম কার্গিল বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে যুদ্ধে জীবন উৎসর্গীকৃত বীর সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি সমারোহে অংশগ্রহণ করেন। কার্গিল যুদ্ধ নিয়ে এনসিও-দের গৌরব গাঁথা শোনেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি স্মৃতিস্থল: অমর সংস্মরণ পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি বীর ভূমিতেও যান।

প্রধানমন্ত্রী আজ ভার্চুয়াল মাধ্যমে লাদাখে সিংকুন লা টানেল প্রকল্প নির্মাণের কাজের শুভারম্ভ প্রত্যক্ষ করেন। সিংকুন লা টানেল প্রকল্পটি ৪.১ কিলোমিটার লম্বা দ্বৈত টিউব টানেল ১৫,৮০০ ফিট উচ্চতায় নিমু-পাদুম-দারচা সড়কে নির্মিত হবে। এটি সারা বছরের আবহাওয়ার উপযুক্ত লেহ যাওয়ার পথ তৈরি করে দেবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি সমারোহে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কার্গিল বিজয় দিবসে ২৫ তম বার্ষিকী প্রত্যক্ষ করছে লাদাখের গৌরবময় ভূমি। কার্গিল দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় দেশের জন্য আত্মবলিদান চিরস্মরণীয়। তিনি বলেন, মাস, বছর, দশক, শতক অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও দেশের সীমান্ত রক্ষায় যাঁরা আত্মবলিদান করেছেন, তাঁরা দেশবাসীর মনের মণিকোঠায় চির অম্লান হয়ে থাকবেন। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিশালী বীর যোদ্ধাদের প্রতি দেশ চির ঋণী ও চির কৃতজ্ঞ থাকবে। কার্গিল যুদ্ধের দিনগুলিকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেসময় তিনি যোদ্ধাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর স্পষ্ট স্মরণে আছে অত উচ্চতাতেও আমাদের সৈনিকরা কী অপরিসীম বীর বিক্রমে কঠিন যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। "মাতৃভূমি রক্ষায় দেশের যেসব বীর সন্তানরা সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছেন, তাঁদের আমি কুর্নিশ জানাই" বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কার্গিল যুদ্ধে কেবলমাত্র যুদ্ধ জয়লাভই নয়, তার মধ্যে দিয়ে আমরা সত্য, সংযম এবং শক্তির এক অবিশ্বাস্য উদাহরণ তুলে ধরেছি। ভারত যখন শান্তি রক্ষায় সর্বতো প্রয়াস চালাচ্ছে, সেইসময় পাকিস্তানের প্রবঞ্চনার প্রতি আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সত্য দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মিথ্যাচার এবং সন্ত্রাস তাদের নতজানু করেছে। সন্ত্রাসকে ধিক্কার জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতেও বার বার পাকিস্তানকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও পাকিস্তান অতীত থেকে শিক্ষা নেয়নি এবং সবসময়ই প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকতে সন্ত্রাস এবং ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী জোরের সঙ্গে বলেন, সন্ত্রাসবাদীদের জঘন্য উদ্দেশ্য কখনোই পূর্ণ হবে না। যাবতীয় সন্ত্রাসের প্রয়াসকে আমাদের বীর যোদ্ধারা পরাস্ত্র করবেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

প্রধানমন্ত্রী পুণরায় বলেন, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে উন্নয়নের পথে যাবতীয় বাধা ভারত কাটিয়ে উঠবে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, আর কিছুদিনের মধ্যেই ৫ আগষ্ট সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের ৫ বছর পূর্ণ হবে। আজকের জম্মু-কাশ্মীর স্বপ্নদর্শী নতুন ভবিষ্যতের কথা বলছে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অগ্রগতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে জি-২০ বৈঠক এখানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পর্যটনের প্রসার হচ্ছে, খুলছে সিনেমা হলগুলি এবং সাড়ে তিন দশক পর তাজিয়া শোভাযাত্রা বের হচ্ছে। পৃথিবীর এই স্বর্গ ভূমি দ্রুত শান্তি এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে বলে তিনি জানান।

লাদাখে যেসব উন্নয়নের কাজ হচ্ছে, তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিংকুন লা টানেলের মধ্যে দিয়ে এই কেন্দ্রশাসিত এলাকাটি সারা বছরের জন্য প্রত্যেক মরশুমেই সমগ্র দেশের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই টানেলের উন্নয়ন নতুন সম্ভাবনা এবং লাদাখের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দরজা খুলে দেবে এবং লাদাখের জনসাধারণের জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এলাকার চরম আবহাওয়ায় মানুষকে যে কষ্টসঙ্কুল জীবন অতিবাহিত করতে হয়, তা আগামীদিনে অনেক লাঘব হবে যাবে বলে তিনি জানান।

লাদাখের জনসাধারণের প্রতি সরকারের অগ্রাধিকারের দিকটির আলোকপাত করেন প্রধানমন্ত্রী। কোভিড অতিমারির সময় ইরান থেকে কার্গিল এলাকার মানুষদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন যাতে সুনিশ্চিত করা যায়, তা তিনি ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করেছিলেন বলেও জানান। তিনি বলেন, কার্গিলে তাদের ফেরত পাঠানোর আগে জয়সলমীরে একটি কোয়ারেন্টাইন জোনে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছিল। গত ৫ বছরে লাদাখের জন্য বাজেট বরাদ্দ ৬ গুণ বৃদ্ধি করে ১১০০ কোটি টাকা থেকে ৬ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সড়ক, বিদ্যুৎ, জল, শিক্ষা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, কর্মসংস্থান প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লাদাখ রূপান্তর প্রত্যক্ষ করছে এবং এই প্রথম সর্বাত্মক উন্নয়নের প্রয়োগ দেখছে এই এলাকা।

জল জীবন মিশনের আওতায় লাদাখের ৯০ শতাংশ বাড়িতে পরিশ্রুত পাণীয় জল পৌঁছেছে। লাখাখের তরুণ-তরুণীদের উন্নত উচ্চশিক্ষায় সিন্ধু কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। সমগ্র লাদাখ এলাকায় ফোর-জি নেটওয়ার্ট গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়াও ১ নম্বর জাতীয় সড়ক সবসময়ের আবহাওয়ার উপযোগী যোগাযোগ গড়ে তুলতে ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ জোজিলা টানেলের কাজও এগিয়ে চলেছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। নব ভারতের দিশা এবং সক্ষমতাকে ফুটিয়ে তুলতে শিলা টানেল সহ ৩৩০ টিরও বেশি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করেছে সীমান্ত সড়ক সংগঠন। সামরিক প্রযুক্তির আধুনিকীকরণে গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতেও প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকীকরণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাতে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যদিও গত ১০ বছরে প্রতিরক্ষা সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যাতে করে আমাদের বাহিনী আরও বেশি সক্ষম ও স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সামরিক সরঞ্জামের বেশিরভাগ অংশই ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি থেকে কেনা হয়। প্রতিরক্ষা গবেষণা উন্নয়ন বাজেটে এক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ সরঞ্জাম কেনার সংস্থান রাখা হয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে। তিনি বলেন, এরফলে ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা ছাপিয়ে গেছে এবং ভারত অতীতের সামরিক অস্ত্র আমদানিকারী দেশের তকমা ঘুচিয়ে বর্তমানে সামরিক অস্ত্র রফতানিকারী দেশ হিসেবে নিজেদের সাক্ষর রাখছে। প্রায় ৫ হাজারেরও বেশি অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামের

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

বিলে সম্মতি মুলতুমি রাখার জন্যপশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলের রাজ্যপালের অফিসে নোটিশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

একটা রাজ্যের বিধানসভায় একটা বিল পাস করানো হয় কিংবা আইন পরিষদে থাকা রাজ্যের ক্ষেত্রে উভয়কক্ষে পাস করানো হয় তারপর তা রাজ্যপালের কাছে পাঠাতে হবে। রাজ্যপালকেই জানাতে হবে তিনি বিলে সম্মতি দিয়েছেন বা স্থগিত রেখেছেন। অথবা সেটা তিনি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষণ করেছেন। রাজ্যের যে সমস্ত বিল ২০২২ সালে রাজ্য বিধানসভায় পাশ করানো হয়েছিল এবং রাজ্যপালের সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছে সেগুলি হল ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিমেল এন্ড ফিসারি সায়েন্স সংশোধনী বিল, পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনী বিল, পশ্চিমবঙ্গ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন বিল, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী বিল, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী বিল। পরে ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ শহর ও দেশ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংশোধনী বিল পাশ করানো হয়। যদিও এর মধ্যে ২০২২ সালের কিছু বিল আছে যা পূর্বতন রাজ্যপাল তথা বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি জয়দীপ ধনকরের সময়ের।

সুপ্রিম কোর্ট এদিন শুধু যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের অফিসেই নোটিশ দিয়েছেন তা নয় কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মোহাম্মদ খানের অফিসেও এই সংক্রান্ত নোটিশ জারি করেছে।

২ পাতার পর

ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত মহিলা জন্ম দিলেন জীবিত শিশুর

ইসরায়েলি বাহিনী। এতোটাই বেশি ছিল এর তীব্রতা ওলা ছিটকে কয়েক তলা নিচে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অন্তঃসত্তা ওলার। ওলার বাবা আদনান আল-কুর্দ এই তথ্য জানিয়েছেন। ওলা ছাড়াও ওই বাড়িতে থাকা শিশু,বয়োবৃদ্ধ, এবং অন্যান্যরা সবাই মারা যান। কিন্তু অলৌকিকভাবে ওলার গর্ভের সন্তান বেঁচে যায়। ওনার বাবা আরো জানান, " যখন তার মেয়ে শহীদ হন অলৌকিকভাবে তার গর্ভে থাকা ভ্রুণ বেঁচে ছিল। সন্তানকে কোলে তুলে নিতে চেয়েছিল ওলা। ওলার বিশ্বাস ছিল তার শহীদ ভাইদের স্থান পূরণ করবে। একইসঙ্গে তাদের বাড়িতে জীবন ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু নিজের সন্তানকেই দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি"। বিমান হামলার পর ওলাকে নুসেইরেতের আল আওদা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে এখানকার চিকিৎসকরা প্রতিকূলতার মধ্যেও নবজাতককে ডেরিভারি করতে সক্ষম হন। এই নবজাতকের নাম দেওয়া হয় মালেক ইয়াসিন। কিন্তু জন্মের পর নবজাতককে দেইর আল-বালা হর আল আকসা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানকার চিকিৎসক খলিল আল-দাকরান বলেন "আলহামদুলিল্লাহ। শিশুটির জীবন রক্ষা পেয়েছে। সে এখন সুস্থ এবং ভালো আছে।

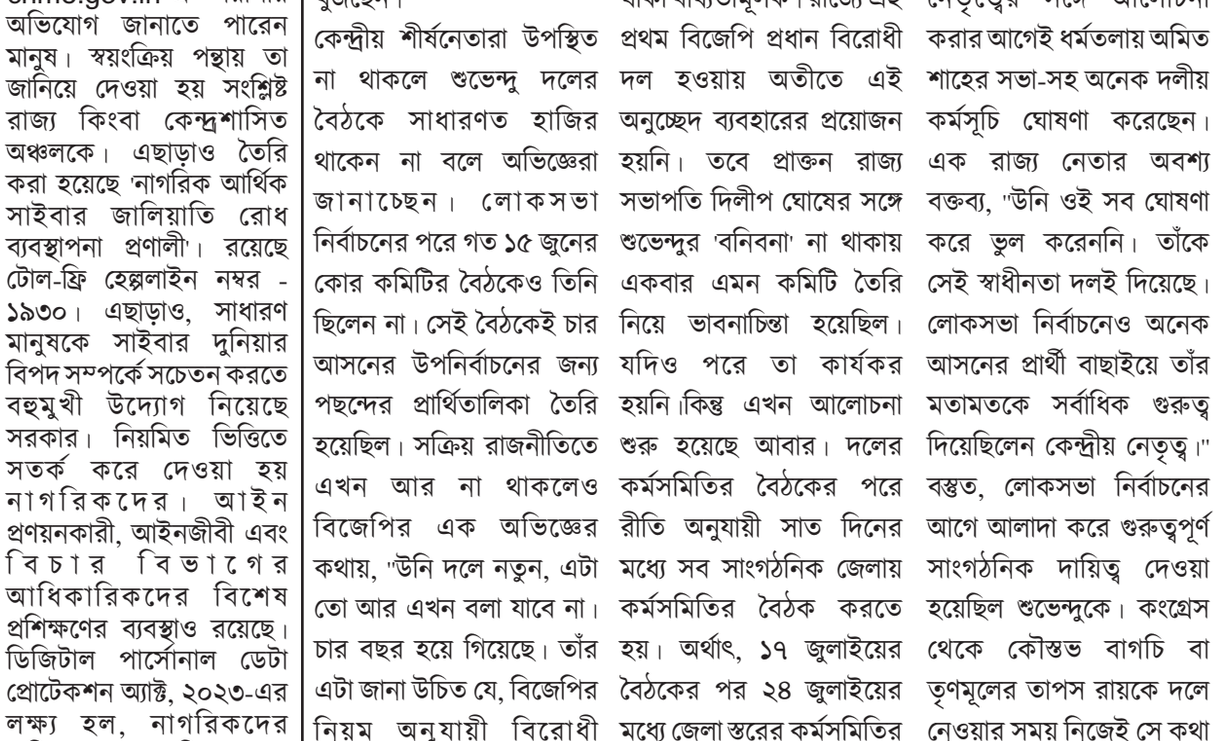

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২০৪ সংখ্যা ২৭ জুলাই, ২০২৪ শনিবার ১১ শ্রাবণ, ১৪৩১

১-ম পাতার পর

বসতে চলেছে নীতি আয়োগের বৈঠক

বঞ্চনা হচ্ছে মুখ্য। গতকাল লোকসভায় দারুণ বক্তব্য রেখে কলকাতা ফিরে গিয়েছিলেন অভিষেক। মমতা দিল্লি এলে তিনিও আসবেন। তবে মমতার এবারের সফরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও বৈঠক থাকছে না।আগামিকাল অর্থাৎ ২৭ জুলাই দিল্লিতে বসতে চলেছে নীতি আয়োগের বৈঠক। সেখানে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং দেশের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। যদিও কংগ্রেসের তিন মুখ্যমন্ত্রী-সহ সাত বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীর নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিচ্ছে না। তবে তৃণমূল বিষয়টিকে সেভাবে গুরুত্বও দিচ্ছে না। কেননা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সৌজন্য ছাড়া এই বৈঠকের আর কোনও গুরুত্ব নেই। মুখ্যমন্ত্রী অতীতেও এই বৈঠকে যাননি। তবে এবারে যোগ দিচ্ছেন। সেই যোগদানের আগেই এবার মমতার বক্তব্য লিখিতভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নীতি আয়োগে। এর ফলে শনিবারের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী থাকা অথবা না থাকা নিয়ে জল্পনার অবসান হল বলেও মনে করা হচ্ছে।নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লি আসার কথা ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু সেই কর্মসূচি তিনি নিজেই বাতিল করেন। ব্যক্তিগত কারণেই তিনি গতকাল দিল্লি যাননি। পরিবর্তে মমতা এদিন দিল্লি যাচ্ছেন। আগামিকালের নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়া ছাড়াও এদিন দুপুরেই মমতা দলের সাংসদদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন। দিল্লিতে যে নতুন বঙ্গভবন গড়ে উঠেছে সেখানেই এদিন দুপুর ৩টে নাগাদ সেই বৈঠক হওয়ার কথা। এবারের ২১ জুলাইয়ের সভায় বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছিলেন মমতা। জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রের চূড়ান্ত অসহযোগিতা সত্ত্বেও ৬২ হাজার কোটি টাকা সামাজিক প্রকল্পে খরচ করেছে তাঁর সরকার। আবার কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে গত মঙ্গলবার তিনি জানান, সব খাত মিলিয়ে রাজ্যের পাওনা ১ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। একশো দিন-সহ নানা প্রকল্পের টাকা বন্ধ। রাজ্যকে না জানিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে জলচুক্তির নবীকরণ করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

নতুন করে চাপ বাড়তে চলেছে রাজ্যপাল বোসের

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে আগেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজভবনের 'নির্যাতিতা'। রাজভবনের ঘটনা সবিস্তারে জানিয়ে এ বার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারস্থ হলেন তিনি। সপ্তাহখানেক আগেই ওই মহিলা কর্মী রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ইমেল মারফত বিষয়টি জানান।

এর পর গত ৩ জুলাই সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেন 'নির্যাতিতা'। শীর্ষ আদালতের কাছে অভিযোগকারিণীর আবেদন ছিল, সুপ্রিম কোর্ট যাতে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে কয়েকটি নির্দেশ জারি করে। প্রথমত, জরুরি প্রয়োজনে তদন্তের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ যেন রাজ্যপালের বয়ান রেকর্ড করতে পারে। দ্বিতীয়ত, অভিযোগকারিণীকে যেন সুরক্ষা দেয় পুলিশ। তৃতীয়ত, অভিযোগকারিণীর পরিচয় গোপন রাখা হয়নি। এর জন্য যেন তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। চতুর্থত, ৩৬১ নম্বর অনুচ্ছেদে থাকা রক্ষাকবচ রাজ্যপাল কতটা ব্যবহার করতে পারেন, তা নিয়ে বিধি তৈরি করুক শীর্ষ আদালত।তার পর এ সপ্তাহে আরও একটি চিঠি পাঠিয়েছেন 'নির্যাতিতা'। ফলে নতুন করে চাপ বাড়তে চলেছে রাজ্যপাল বোসের? তা নিয়েই শুরু হয়েছে জল্পনা।

রাজভবনে 'শ্লীলতাহানি'র মামলাটি এখন সুপ্রিম কোর্টে। এ মাসের গোড়াতেই রাজ্যপাল বোসের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন 'নির্যাতিতা'। গত শুক্রবার মামলাটি প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে ওঠে। মোট তিনটি নির্দেশ দেয় তিন বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। বলা হয়, রাজ্যের উদ্দেশে নোটিস জারি, কেন্দ্রকে যুক্ত করতে অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি বেঞ্চের নির্দেশ কেন্দ্রের অ্যাটর্নি জেনারেল যাতে এই মামলায় সহযোগিতা করেন, তা নিশ্চিত করতে হবে।গত ২ মে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাজভবনের অস্থায়ী মহিলা কর্মী যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছিলেন। কিন্তু সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগে তদন্ত করা যায় না বলে কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি কলকাতা পুলিশ। খাতায়কলমে অভিযোগ দায়ের না হলেও মহিলার বয়ানের ভিত্তিতে অনুসন্ধান চালিয়ে গিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। ডিসি (সেন্ট্রাল) বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় হন বলেও লালবাজার সূত্রে জানা যায়। পুলিশ উদ্যোগী হয়ে রাজভবনের সিসি ক্যামেরার কিছু ফুটেজ সংগ্রহ করে অভিযোগকারিণীর বয়ানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টাও করেছিল। সেই সঙ্গে মহিলাকে পুলিশের কাছে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে রাজভবনের কয়েক জন আধিকারিকের নামে মামলাও রুজু করেছিল পুলিশ। কিন্তু কলকাতা হাই কোর্টের স্থগিতাদেশে সেই তদন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেই থেকে বাদাবন আর খাঁড়ি-জঙ্গলের মানুষের মা বনবিবি। রুটি-রুজির বড় বালাই, মানুষকে গ্রাম ছেড়ে বেরোতেই হবে, সেঁধোতেই হবে দক্ষিণ রায়ের ডেরায়। বনবিবি রাখলে, মারে কোন বাঘে? এ সুন্দরবনের জীবন্ত ইতিহাস, সুন্দরবনের ঝড়খালির দুই নম্বরে ফকির সরদার নামে এক বৃদ্ধ থাকতেন, তিনি বিদায় দিয়ে বাঘের মুখ বন্ধ করে দিতে পারতেন।যতবার মৎস্যজীবীরা বাঘের কবলে পড়ে জীবন দিয়েছে।তার ডেট বডি আনার সময় ফকির সরদার নিজে বাঘের সামনে দিয়ে ডেড বডি এনে দিয়েছেন, এ ইতিহাস জীবন্ত সত্য। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণনের অবতার যুগে যুগে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। শুধু তাই নয়, এক সময় ঢাকা শহরে জন্মাষ্টমীর যে মিছিল বের হতো তা সারা উপমহাদেশে বিখ্যাত ছিল। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন এ দিনে শুধু উপাবাসে সপ্ত জন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। আর তাই এ দিনটিতে তারা উপবাস করে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে থাকে।তবে আমরা অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম লীলা ইতিহাস অজানা থেকে গেছে।নেই নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিল তার ইতিকথা আমার কলমে পরিবেশন করছে।কংস এবং দেবকী ভোজবংশীয়। কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। উগ্রসেনের ভাই দেবকের কন্যা দেবকী। যদুবংশীয় রাজা শূরসেনের পুত্র বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করে মথুরার উদ্দেশে রওনা হলেন। কংস ভগিনীকে খুশি করার জন্য নিজেই সেই সুবর্ণমণ্ডিত রথের সারথি হলেন। পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বসুদেব ও দেবকীর সম্মানার্থে শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি ইত্যাদি মঙ্গলবাদ্য বাজতে লাগল। কিন্তু তাতে হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। এমন সময় দৈববাণী হল, 'রে অবোধ যাহাকে তুমি রথে করিয়া পতিগৃহে লইয়া যাইতেছ, সেই দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান তোমার প্রাণনাশ করিবে।' এরকম ভীতিপ্রদ এক দৈববাণী শুনে কংস একহাতে দেবকীর কেশ আকর্ষণ করে অসির সাহায্যে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন। নব বিবাহিতা পত্নীকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে দেখে কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলেন বসুদেব। তারপর সাহস সঞ্চয় করে নানাভাবে বুঝিয়ে কংসকে নিরস্ত করলেন। বললেন, "দেবকী আপনার ছোট বোন। ওর দিক থেকে আপনার কোনও ভয় নেই। ভয় ওর পুত্রদের নিয়ে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি দেবকীর গর্ভজাত পুত্রদের আপনার হাতে সমর্পণ করব।" দেবকী ও বসুদেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন কংস। তাঁদের প্রথম ও পরে ছয় সন্তানকে একে একে হত্যা করলেন। সন্তানের মৃত্যুতে দেবকী ভেঙে পড়েছেন। এরকম অবস্থায় ভগবান শ্রীশেষজি এলেন দেবকীর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

কার্গিল বিজয় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য, লাদাখে শ্রদ্ধাঞ্জলি সমারোহে অংশগ্রহণ

আমদানিকে আমাদের বাহিনী বন্ধ করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অগ্নিপথ প্রকল্প এরকমই একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কারের দিক। বিশ্ব গড় বয়ঃসীমার থেকে ভারতীয় জওয়ানদের বয়ঃসীমা বেশি হওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার দিকটি অতীতে উপেক্ষিত ছিল জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অগ্নিপথ প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে এই বিষয়টির সমাধানের পথে হাঁটা হয়েছে। তিনি বলেন, অগ্নিপথের উদ্দেশ্যই হল আমাদের বাহিনীকে তারুণ্যে ভরপুর এবং সবসময়ের জন্য যুদ্ধ প্রস্তুত করে গড়ে তোলা। বিমান বাহিনীর আধুনিকীকরণের প্রতি অতীতের অনীহার কঠোর সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অগ্নিপথ প্রকল্প দেশের শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং দেশের সক্ষম যুব সম্প্রদায়কো কাজে লাগাতে পারবে। বেসরকারি ক্ষেত্র এবং আধাসামরিক বাহিনীতে অগ্নিবীরদের যাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তারও ঘোষণা করা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। পেনশনের বোঝার হাত থেকে রক্ষা পেতে অগ্নিবীর প্রকল্প নিয়ে আসা হয়েছে, এই জাতীয় প্রচারকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ যাঁরা সৈনিক হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন, ৩০ বছর পর তাঁদের পেনশনের প্রশ্ন দেখা দেব। ফলে, এই প্রকল্পকে কোনোভাবেই পেনশনের বোঝার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ হিসেবে দেখা ঠিক নয়। তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনী দেশের সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত। রাজনীতির থেকেও তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের যুব সম্প্রদায়কে যারা ভুল পথে চালিত করছেন, অতীতেও তাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। অতীতে সরকার এক পদ এক পেনশনের যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারই এই প্রকল্প রূপায়ণ করেছে এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৭ দশক পরেও যারা একটি যুদ্ধস্মারক তৈরি করেনি, সীমান্তে মজুত সৈন্যদের জন্য যারা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট দেয়নি, কার্গিল বিজয় দিবসকে যারা উপেক্ষা করে গেছেন, এরাই সেই লোক। ভাষণ শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কার্গিলের জয় কোনো একটি সরকার বা রাজনৈতিক দলের জয় নয়। এই জয় দেশের ঐতিহ্য। এটি দেশের আত্মসম্মান এবং গর্বের উৎসব বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। কার্গিল বিজয়ের ২৫ বছর পূর্তিতে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে তিনি বীর সেনাদের কুর্নিশ জানিয়েছেন।

লাদাখের লেঃ গভর্ণর ব্রিগেডিয়ার(ডঃ) বি ডি শর্মা, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ, চীফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহ্বান এবং তিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতার প্রসার

নতুন দিল্লি, ২৫ জুলাই, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : তরুণ প্রজন্ম সহ সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতার প্রসারে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে সংস্কৃতি মন্ত্রক। সেই অনুযায়ী তরুণদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পও হাতে নিয়েছে ওই মন্ত্রক। সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় তরুণ শিল্পীদের জন্য বৃত্তি ও পুরস্কার চালু করা হয়েছে :

১. বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারায় তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের জন্য বৃত্তি কার্যক্রম : প্রতি শিক্ষাবর্ষে এধরনের ৪০০টি পর্যন্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর আওতায় ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী প্রতিশ্রুতিময় শিল্পীরা দেশের মধ্যে প্রশিক্ষণ বাবদ আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকেন। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, উচ্চাঙ্গ নৃত্য, নাট্যশিল্প, মূকাভিনয় শিল্প, লোকশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে ২ বছর প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয় এদের। এই অর্থ দেওয়া হয় চারটি কিস্তিতে।

২. সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিতে পুরস্কার ও ফেলোশিপ : এধরনের ৪০০টি ফেলোশিপের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে ২০০টি ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সীদের জন্য। বাকি ২০০টি ৪০ বছরের ঊর্ধ্বে থাকা শিল্পীদের জন্য। এই ফেলোশিপ ২ বছরের। প্রথম ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ১০ হাজার এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। লোকশিল্প ও সংস্কৃতির প্রসারে বিশেষভাবে উদ্যোগী সংস্কৃতি মন্ত্রক। ভারত সরকার ৭টি ক্ষেত্রীয় সাংকৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। এদের মূল দপ্তর পাতিয়ালা, নাগপুর, উদয়পুর, প্রয়াগরাজ, কলকাতা, ডিমাপুর এবং থাঞ্জাভুরে। বছরভর নানান ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি রূপায়িত হয় এদের মাধ্যমে। এই কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সাম্মানিকী, যাতায়াত ও থাকা খাওয়ার খরচ পান। তরুণ শিল্পীদের উৎসাহিত করতে এই কেন্দ্রগুলি বিশেষভাবে সচেষ্ট। এই লক্ষ্যে গুরু শিষ্য পরম্পরা প্রকল্প, নাট্য শিল্প পুনরুজ্জীবন প্রকল্প, শিল্পগ্রাম প্রকল্প, জম্মু ও কাশ্মীর উৎসব কিংবা জাতীয় সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির মতো উদ্যোগ হাতে নিয়েছে কেন্দ্রগুলি।

ভারত সরকারের শিক্ষা ও অন্য মন্ত্রক ও দপ্তরগুলিকেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নির্বাহে সহায়তা দিয়ে থাকে সংস্কৃতি মন্ত্রক। রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখওয়াত।

সিনেমার খবর

দীপিকার আগেই কি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন ক্যাটরিনা, লন্ডনে অভিনেত্রীর ভিডিও ঘিরে জোর জল্পনা নেটপাড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা দীপিকা পাড়ুকোন। গতকাল রণবীর সিংয়ের সঙ্গে ভোট দিতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে তাঁর বেবিবাম্প। দীপিকাকে যত্ন করে বুথে নিয়ে গিয়েছিলেন রণবীর সিং। গাড়ি থেকে নামানো থেকে বুথে নিয়ে যাওয়া আবার গাড়িতে নিয়ে আসা সবতেই রণবীর সিং দীপিকার হাত ধরে ছিলেন।

এই বছরেই তাঁদের কোল আলো করে আসবে সন্তান। এদিকে এরই মাঝে আবার ক্যাটরিনা কাইফের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। এখন লন্ডনে রয়েছেন অভিনেত্রী। কয়েকদিন আগে ভিকি কৌশলের জন্মদিন ছিল। সেদিন ভিকিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনটি হার্ট সাইনের ইমোজি শেয়ার করেছিলেন ক্যাটরিনা।

তাই নিয়ে দুয়ে দুয়ে চার করলে নেটিজেনরা সময় নেননি। তাহলে কি ক্যাটরিনা কাইফ মা হতে চলেছেন এই নিয় জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এরই মাঝে আবার লন্ডনে ভিকি কৌশলের সঙ্গে ক্যাটরিনা কাইফের রাস্তায় হেঁটে বেড়ানোর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। লন্ডনের ব্যস্ত রাস্তায় তাঁদের দেখা গিয়েছে।

সেই বিডিওতে দেখা গিয়েছে ওভার সাইস কোট পরে রয়েছেন ক্যাটরিনা এবং ভিকি তাঁকে আগলে নিয়ে যাচেছন। তারপরেই ক্যাটরিনার মা হওয়ার জল্পনা মাথা চারা দিয়েছে। তাহলে কি দীপিকার আগেই ক্যাটরিনা মা হতে চলেছেন এই নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। কারণ দীপিকাকে এখনও অতটা ওভার সাইজ পোশাকে দেখা যায়নি। ক্যাটরিনা এতো ওভার সাইজ পোশাক পরছেন কেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য টাইগার-থ্রি এবং বিজয় সেতুপতির সঙ্গে করা সিনেমার পরে আর কোনও ছবিতে দেখা যায়নি ক্যাটরিনা কাইফকে। তারপর থেকে লন্ডনেই রয়েছেন। মাঝে মধ্যেই সেখানে উড়ে যাচ্ছেন ভিকি কৌশল। তারপরেই জল্পনা শুরু হয়েছে তাহলে কি অন্তঃসত্ত্বা ক্যাটরিনা। যদিও ভিকি কৌশল এবং অভিনেত্রী কেউ এই নিয়ে কোনও কথা বলেননি।

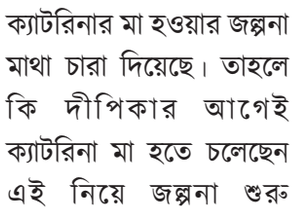

অ্যানিম্যালের ছটা ল্লান তৃপ্তির, একাই ছবি টেনে নিয়ে গেলেন ভিকি কৌশল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অ্যানিম্যাল ছবির পর বলিউড সেনশেসনের পরিণত হয়েছিলেন তৃপ্তি দিমিরি। তাঁকে নিয়ে হইহই কাণ্ড বেঁধে গিয়েছিল গোটা দেশে। অ্যানিম্যাল ছবিতে রণবীর কাপুরের সঙ্গে সাহসী দৃশ্যে অভিনয় রীতিমতো চমকে গিয়েছিল দর্শকদের।

তারপর এক দিনের মধ্যেই কয়েক কোটি ফলোয়ার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তৃপ্তি দিমিরিকে নিয়ে খবরের ছড়াছড়ি। কোথায় তিনি যাচ্ছেন। তার রূপচর্চার কৌশল থেকে শুরু করে কোথায় তিনি থাকেন। তাঁর পারিশ্রমিক কত। তাঁর পরের ছবি কি এই নিয়ে তুমুল জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল বলিপাড়ায়। আলিয়া-দীপিকার থেকে রাতারাতি লাইম লাইটে চলে এসেছিলেন তৃপ্তি। অ্যানিম্যালের বিপুল সাফল্যের পরে ভিকি কৌশলের সঙ্গে ব্যাড নিউজে দেখা গেল তৃপ্তিকে।

কিন্তু হতাশ করেছেন অভিনেত্রী। একা ছবিটি টেনে নিয়ে গিয়েছে ভিকি কৌশল। দর্শকরা একেবারেই আশা হত হয়েছেন তৃপ্তি দিমিরির অভিনয়ে। ১৯ জুলাই ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। যো কৌতুহল নিয়ে দর্শকরা সিনেমা হলে দেখতে গিয়েছিলেন তৃপ্তিকে তাঁরা এক কথায় বলতে গেলে আশাহত হয়েছেন।

তবে ভিকি কৌশল দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি একা একটি ছবি টেনে নিয়ে যেতে পারেন। ছবিটি মুক্তির আগেই ভিকির ডান্স নাম্বার জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ভিকি কৌশল ছাড়াও ছবিতে রয়েছেন অ্যামি ভির্ক। তিনিও ভিকির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন।

পাঞ্জাবি টেলরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ভিকি কৌশল। অন্যদিকে তৃপ্তিকে এক উচ্চাকাঙ্খি মেয়ের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। পাঞ্জাবি টেলরকে বিয়ে করতেও তাঁর উচ্চাকাঙ্খা না মেটায় তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তার পরেই এন্ট্রি হয় ছবির দ্বিতীয় হিরো অ্যামি ভির্কের। ভির্কের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তৃপ্তি তারপরেই কাহিনী নতুন মোড় নেয়। কমেডিতে ভরপুর ছবিটি দর্শকদের মন জয় করলেও তৃপ্তি দিমিরির অভিনয় হতাশ করেছে।

রাজ কাপুরের ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক? বিয়ে পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল নাকি এই বলি তারকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্পর্ক নিয়ে কানাঘুসো বলিউডে আজকের নয়। কয়েক দশক আগেই এই কানাঘুঁসোর শিকার ছিলেন অনেক তারকাই। তেমনই একটি অভিজ্ঞতার কথা জানালেন বর্ষিয়ান অভিনেত্রী আশা পারেখ। আরবাজ খানের টক শোয়ে আশা পারেখ শাম্মি কাপুরের সঙ্গে তাঁর বিয়ের গুজব নিয়ে কথা বলেছিলেন।

সেখানে অভিনেত্রী বলেছিলেন, বলিউড জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর সঙ্গে নাকি শাম্মি কাপুরের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সেসময় তাঁরা মহাবালেশ্বরে শ্যুটিং করছিলেন। পরিচালক ওম প্রকাশ ছিলেন এই গুজব ছড়ানোর আসল কারিগর। তিনি এবং শাম্মি কাপুর যোগ সাজস করে এই গুজব ছড়িয়েছিল। সেসময় পুরো দস্তর প্রেম করতেন শাম্পি কাপুর।

নাসির হুসেনের পার্টিতে ওম প্রকাশজি রীতিমতো ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে শাম্পি কাপুরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তাতে সায় দিয়েছিলেন তিনিও। সেখানে একজন পেজ থ্রি সাংবাদিকও ছিলেন। তারপরে আর সেই খবর ছড়াতে সময় লাগেনি।আশা পারেখ জানিয়েছিলেন এটা যে গুজব সত্যি নয় সেটা যেন তিনি কাউকে না বলেন।

শাম্মি কাপুরের সঙ্গে একাধিক হিট ছবি করেছেন আশা পারেখ। তিসরি মনজিল. পাগল কহিকা, দিল দেকে দেখো, জওয়ান মহব্বত, কোরা কাগজ, কঙ্গনের মতো ছবি পরিচালনাও করেছিলেন আশা পারেখ। কিন্তু শাম্মি কাপুর তখনও অভিনয় জারি রেখেছিলেন। ২০১১ সালে তামাশা ছবিতে শেষবার তাঁকে দেখা গিয়েছিল। নয়না দেবীকে বিয়ে করেছিলেন শাম্মি কাপুর। আশা পারেখ কিন্তু বিয়ে করেননি।

বিয়ে না করেই কাটিয়ে দিলেন জীবন। তাহলে কি সত্যিই শাম্মি কাপুরকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছিলেম আশা পারেখ। সেটা প্রশ্নই থেকে গেল। তবে সেটা যে একটা গুজব ছড়িয়েছিল সেটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন বর্ষিয়ান অভিনেত্রী।

বক্স অফিসে সাড়ে ৫০০ কোটি পার OTT মুক্তির আগেই নয়া রেকর্ড গড়ল কল্কি

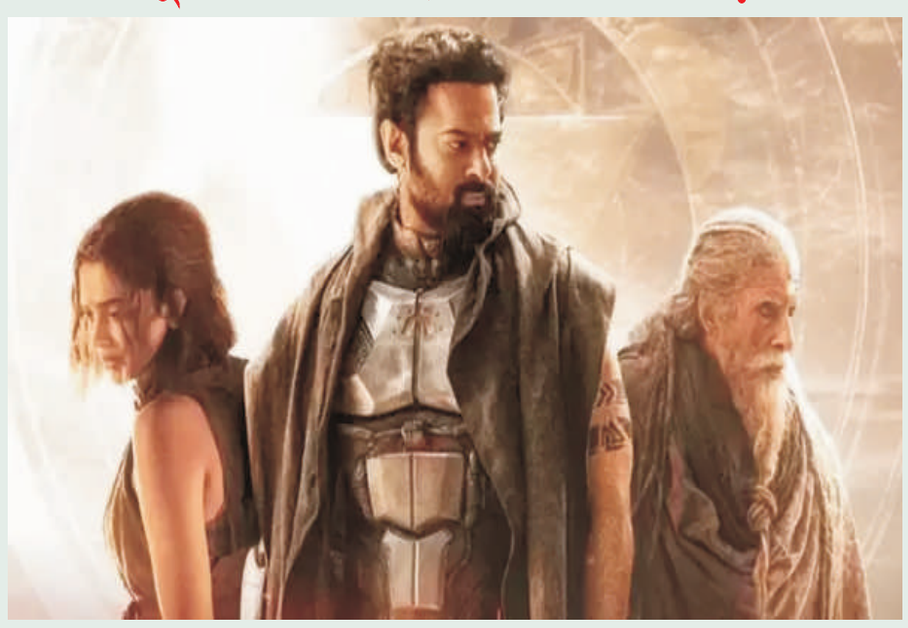

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলতিবছরেরমেগা হিট ছবিতে পরিণত হল কল্কি। বক্স অপিসে ৫৬০ কোটি টাকা কালেক্ট করে ফেলেছে প্রভাস-অমিতাভ বচ্চনের এই ছবিটি। ইতিমধ্যেই ছবিটি ওটিটি প্লাটফর্মে মুক্তির তোরজোর শুরু করেদিয়েছে।

শাহরুখ খানের জওয়ানের বক্স অফিস কালেকশনকে ছাপিয়ে গিয়েছে ছবিটি। সবচেয়ে বেশি বক্স অফিস কালেকশন হয়েছে তেলুগু ভাষায়। ১০ সপ্তাহ চলার পর সেটি ওটিটি মুক্তি পাওয়ার কথা। ইতিমধ্যেই চার সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে। বাকি ৬ সপ্তাহ চলার পরেই সেটি ওটিটিতে মুক্তি পাবে। মুক্তির প্রথম সপ্তাহেই ৪০০ কোটি পার করে ফেলেছিল ছবিটি। দ্বিতীয় সপ্তাহে কিছুটা কমেছিল কালেকশন। পর পর চার সপ্তাহ ধরে বক্স অফিসে জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছে ছবিটি। মোট ৫৮৯ কোটি টাকা কালেক্ট করে ফেলেছে ছবিটি। এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বাজেটের ভারতীয় ছবি এটি।

কল্কি পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে পরিচালক নাগা অশ্বিন ছবিটি তৈরি করেছেন। এখনও পর্যন্ত ২০২৪ সালের সবচেয়ে হিট ছবিতে পরিণত হয়েছে কল্কি। ৬০০ কোটি টাকা খরচ করে ছবিটি তৈরি করা হয়ছে। প্রভাস, অমিতাভ বচ্চন. কমল হাসান, দীপিকা পাড়ুকোন, বিজয় দেবরকোন্ডা, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় সহ একাধিক অভিনেতা ছবিটিতে রয়েছে। প্রভাস একাই ৯০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে অমিতাভ বচ্চনও পিছিয়ে নেই। তিনি ৫০ কোটি টাকা নিয়েছেন এই ছবির জন্য।

ছবিটিতে প্রভাসকে ছাপিয়ে গিয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। তিনি ছবিতে অশ্বথামার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আর প্রভাসের চরিত্রের নাম ভৈরব। অন্যদিকে দীপাকা পুড়ুকোনকে গর্ভবতী দেখানো হয়েছে। তাঁর গর্ভেই জন্ম নেবে কল্কি অবতার। একেবারে হলিউডের ছবিকে টক্কর দিতে পারে এমন দেখানো হয়েছে ছবিতে।

কর্কট রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, কেমোর পর কেমন কাটল প্রথম শ্যুটিং সোশ্যাল মিডিয়ায় জানালেন হিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন অভিনেত্রী হিনা খান। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই শেয়ার করেছেন সেকথা। তার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের হেলথ আপডেট দিয়েছেন অভিনেত্রী। এমনকী প্রথম কেমো থেরাপিতে যাওয়ার ছবিও শেয়ার করেছিলেন তিনি।

তারপরে আবার শ্যুটিং শুরু করেছে। কেমো থেরাপির পর প্রথম শ্যুটিং কেমন লাগছে তার অভিজ্ঞতা নিজের ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন বলিউড অভিনেত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় শ্যুটিংয়ের মেক আপের ছবি শেয়ার করে অভিনেত্রী লিখেছেন কেমোর সেলাই ঢাকার চেষ্টা করছেন।

ইয়ে রিস্তা কেয়া ক্যাহেলাতা হ্যায় টেলি সিরিয়াল দিয়ে প্রথম পরিচিতি পেয়েছিলেন অভিনেত্রী হিনা খান। তারপরে বিগ বস শো তাঁকে আরও জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। এরপর একাধিক মিউজিক ভিডিওতে কাজ করেছেন তিনি। অভিনয়ও করেছেন একাধিক সিরিয়ালে।

হঠাৎ করে কয়েকদিন আগে হিনা খান জানান তিনি ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত। মাঝে মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন অভিনেত্রী। তারপরেই জানা যায় এই দুঃসংবাদ। এই খবরটি জানিয়ে তিনি বলেছিলেন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে চান তিনি।

তারপরে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের চুল কেটে ফেলার ভিডিও শেয়ার করেছিলেন হিনা। কেমো থেরাপির জন্য চুল কাটে ফেলতে হয়েছে তাঁকে। সেসময় তাঁর মা কান্নায় ভেঙে পড়লেও হিনা খান নিজেকে শক্ত রেখেছিলেন। নিজের লম্বা ঘন চুল ছোট ছোট বেনি করে কেটে রেখেছেন তিনি।

প্রথম কেমো থেরাপির কষ্টের কথাও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিলেন হিনা খান। আবার কাজে ফিরেছেন তিনি। মাথায় উইগ পরে মেকআপ করেছেন তার সঙ্গে কেমোর ক্ষত মেক আপ করে ঢাকা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় হিনা লিখেছেন অনেকেই অনেক অসুখের মাঝে কাজ চালিয়ে যান। আমিও ভাল থাকতে চাই। তাই কাজে ফিরে এসেছিল। কাজের মধ্যেই আমি আমার স্বপ্নগুলোর সঙ্গে বাঁচতে পারি। এই কাজই আমাকে বাঁচার শক্তি যোগায় বলে লিখেছেন অভিনেত্রী।

তিনি আরও লিখেছেন যে অভিনয় শুরু করলেও তিনি চিকিৎসার মধ্যে থাকলেও সবসময় হাসপাতালে থাকেন না। সাধারণ জীবন যাবন করতে পারেন। সেকারণেই তিনি কাজে ফিরতে পেরেছেন। তাই যেটা তাঁকে আনন্দ দেয় এবং আনন্দে রাখে সেদিকেই নজর দিতে চাইছেন তিনি।

ইউরো কাপ আসেনি, দেশের মাটিতে অলিম্পিক্সের সোনাই টার্গেট অঁরির ফ্রান্সের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্যারিস অলিম্পিক্সে চিত্তাকর্ষক দ্বৈরথ হবে ফুটবলে। ইউরো কাপ ও কোপা আমেরিকার শেষে এবার অলিম্পিক্সের সোনা দখলের লড়াই।

জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ইউরো কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি ফ্রান্স। যদিও নিজেদের দেশে অলিম্পিক্সে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দখলে আত্মবিশ্বাসী ফ্রান্স দল।

প্যারিস অলিম্পিক্সে ফ্রান্সকে নেতৃত্ব দেবেন আলেকজান্দ্রে লাকাজেত। লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সে ১৯৮৪ সালে সোনা জিতেছিল ফ্রান্স। সর্বশেষ অলিম্পিক্সে টোকিওয় নক আউট পর্বেই যেতে পারেনি তারা। দেশের মাটিতে অলিম্পিক্স। চেনা পরিবেশে ফ্রান্স দখলে নিতে চাইছে ফুটবলের সোনা।

থিয়েরি অঁরির প্রশিক্ষণাধীন ফ্রান্স। অঁরি নিজের ফুটবল কেরিয়ারে দেশের হয়ে ৫১টি গোল করলেও অলিম্পিক্সে সাফল্য পাননি। কোচ হিসেবেই সেই অপ্রাপ্তি মিটিয়ে ফেলতে চান। তাঁর নেতৃত্বে ফ্রান্স প্রি টুর্নামেন্ট ফ্রেন্ডলি খেলেছে তিনটি, জয় এসেছে ২টিতে।

১৯৬৮ সালের অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছিল জাপান। সম্প্রতি তাদের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র রেখেছে ফ্রান্স। আগামী বুধবার মার্সেইয়ে ফ্রান্স খেলতে নামবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। উল্লেখ্য, অলিম্পিক্সের উদ্বোধন ২৬ জুলাই। তবে তার আগেই শুরু হয়ে যাচ্ছে বেশ কয়েকটি ইভেন্ট। যার অন্যতম ফুটবল। ফ্রান্স দলের সাফল্য নির্ভর করবে জিন-ফিলিপ মাতেতা, মাইকেল ওলিস, রায়ান চেকরি, মানু কোনদের উপর। ৩৩ বছরের অধিনায়ক লাকাজেত বলেছেন, আমাদের সকলেরই একটিই অ্যাম্বিশন। তা হলো পদক জেতা। যেহেতু দেশের মাটিতে খেলব, সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণার।

ফ্রান্সের অনূর্ধ্ব ২১ ও অনূর্ধ্ব ২৩ দলের কোচ হিসেবে ১১টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র ২টিতে হেরেছেন অঁরি। জয় এসেছে সাতটি ম্যাচে। গত বছর অগাস্টে কোচিংয়ের দায়িত্ব পান তিনি। বল দখলের লড়াইয়ে আধিপত্য রেখে আগ্রাসী ফুটবল খেলারই নির্দেশ দিয়েছেন অঁরি।

ফুটবলারদের খেলা উপভোগ করে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানোর আহবান জানিয়েছেন ফরাসি কোচ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ফ্রান্সের সঙ্গে গ্রুপ এ-তে রয়েছে গিনি ও নিউজিল্যান্ড।

শীর্ষে ফেল্পস, অলিম্পিক্সের ইতিহাসে সর্বাধিক পদকজয়ী অ্যাথলিট কারা?

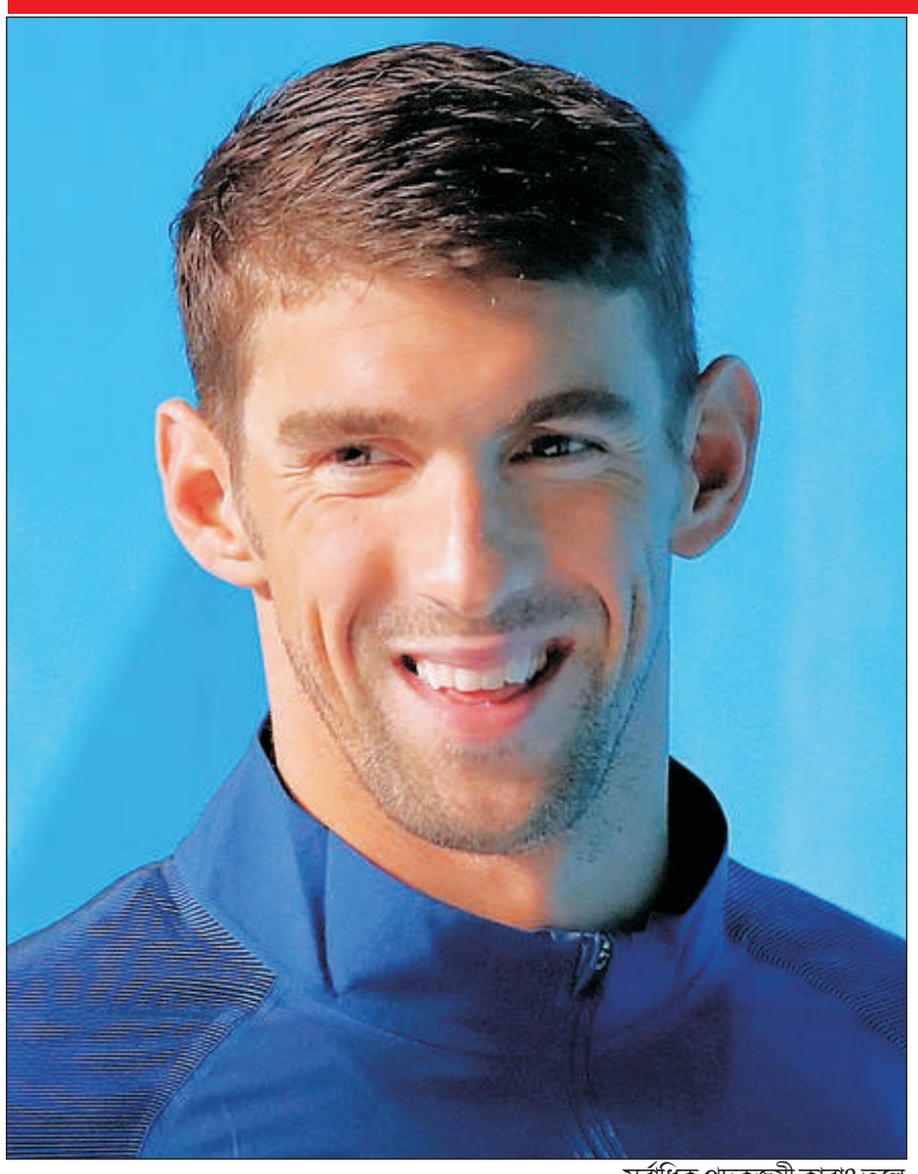

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চার বছরের অপেক্ষার অবসান, বিশ্বের সেরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরুর প্রতীক্ষার প্রহর গোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রস্তুতি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ্বের সেরা অ্যাথিলটদের ঠিকানা হবে ফ্রান্সের রাজধানী শহর।

অলিম্পিক্স মানেই শুধু পদক জয়ের লড়াই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা ইতিহাস এবং রেকর্ড। পদক জিতে পোডিয়ামে উঠাই লক্ষ্য থাকে অংশগ্রহণকারী সব অ্যাথলিটের। কারোর কাছে এই স্বপ্নটা অধরাই থেকে যায়। কেউ আবার বার বার পোডিয়ামে উঠে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। অলিম্পিক্সের ইতিহাসে সর্বাধিক পদকজয়ী কারা? তুলে ধরা হল এই প্রতিবেদনে।

অলিম্পিক্সের ইতিহাসে সর্বাধিক পদকজয়ীর নাম মাইকেল ফেলপস , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেক এই সাঁতারু ২০০৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণ করেন। চারটি অলিম্পিক্সে ২৩টি সোনা, তিনটি রুপো, ২টি ব্রোঞ্জ জিতে মোট ২৮টি পদক জেতেন। যা আধুনিক অলিম্পিক্সের ইতিহাসে সর্বকালীন রেকর্ড। মার্কিন এই সাঁতারু অলিম্পিক্সে কিংবদন্তি হয়েছেন পদক জয়ের নিরিখে।

লারিসা ল্যাটিনিনা এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে জিমন্যাস্টিকস বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করতেন এই অ্যাথলিট।, ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনটি অলিম্পিক্সে অংশ নেন। এই সময়কালে ৯টি ,ওনা, ৫টি রুপো এউং ৪টি ব্রোঞ্জ জিতে মোট ১৮টি পদক জেতেন। তিনি রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে।

নিকোলাই আন্দ্রিয়ানভ সোভিয়েত ইউনিয়নেই এই অ্যাথলিট নিজের কেরিয়ারে মোট ১৫টি অলিম্পিক্সে পদক জিতেছেন। , জিমন্যাস্ট নিকোলাই আন্দ্রিয়ানভ ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনটি অলিম্পিক্সে দেশের প্রতিনিধিত্ব ককেন। এই তিন অলিম্পিক্স সাতটি সোনা, পাঁচটি রুপো এবং তিনটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। সব মিলিয়ে ১৫টি পদক দেশকে উপহার দিয়েছেন।

বরিস শাখলিন এই তালিকায় চতুর্থ স্থানে আছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, জিমন্যাস্টও ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনটি অলিম্পিক্সে অংশ নেন। এই সময়কালে সাতটি সোনা, ৪টি রুপো, দুটি ব্রোঞ্জ পদক জিতে মোট ১৩টি পদক জেতেন অলিম্পিক্সের ইতিহাসে।

ভারতের হেড কোচ হিসেবে মানোলোকে নিয়োগ পদ্ধতি মেনে হয়নি! ফেডারেশন থেকে পদত্যাগ ভাইচুংয়ের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের পুরুষ দলের হেড কোচ হিসেবে মানোলো মার্কুয়েজকে দায়িত্ব দিয়েছে এআইএফএফ। ফেডারেশনের এগজিকিউটিভ কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এরপরই কোচ নিয়োগের পদ্ধতিতে আপত্তি জানিয়ে ফেডারেশনের এগজিকিউটিভ কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন ভাইচুং ভুটিয়া। যাতে কল্যাণ চৌবের সঙ্গে ভাইচুংয়ের সংঘাতে অন্য মাত্রা যোগ হলো।

ভাইচুংয়ের অভিযোগ, টেকনিক্যাল কমিটিকে এড়িয়ে মানোলোকে হেড কোচ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, মানোলো মার্কুয়েজের সঙ্গে আপাতত তিন বছরের চুক্তি হলেও তিনি ২০২৪-২৫ মরশুম অবধি এফসি গোয়া ও ভারতের কোচের দায়িত্বে থাকবেন।

স্বাভাবিকভাবেই এমন নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্বার্থের সংঘাতের গুরুতর অভিযোগও ধেয়ে আসতে পারে মানোলোর দিকে। ফেডারেশন তারপরও কেন এমন সিদ্ধান্ত নিল তা জানা যায়নি। ভাইচুং তোপ দেগেছেন গোটা প্রক্রিয়াটি নিয়েই।

ভাইচুং ফুটবলারদের তরফে ফেডারেশনের কর্মসমিতিতে কো-অপ্ট মেম্বার হিসেবে আসেন। আজ ফেডারেশনের বৈঠকেও তিনি ছিলেন। তারপরই পদত্যাগের কথা জানান সংবাদমাধ্যমের কাছে। তাঁর দাবি, সাধারণ নিয়মে টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয় কর্মসমিতি।

এআইএফএফের টেকনিক্যাল কমিটির শীর্ষে রয়েছেন আইএম বিজয়ন। ভাইচুং বলেন, আমি টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম ২০১৩ থেকে ২০১৭ অবধি। স্টিফেন কনস্টানটাইনকে ভারতের কোচ নিয়োগের সময় আমি প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলাম। যাঁরা আবেদন করেন তাঁদের মধ্যে থেকে যোগ্যকে বাছার দায়িত্ব থাকে টেকনিক্যাল কমিটির।

সেই কমিটির সুপারিশকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় কোচ নিয়োগের সময়। যদিও মানোলোকে দায়িত্ব দেওয়ার আগে টেকনিক্যাল কমিটির একটি বৈঠকও হয়নি বলে দাবি ভাইচুংয়ের। কতজন আবেদন করেছেন, কাদের প্রথমে বাছাই করা হয়, এ সব বিষয় এখনও অন্ধকারে।

ভাইচুংয়ের কথায়, যদি হেড কোচ নিয়োগে টেকনিক্যাল কমিটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়, এই কমিটিকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের থাকার দরকার কী? আমি বৈঠকেও সে কথা বলেছি। পদত্যাগের কথা বৈঠকেও জানিয়েছি। ভাইচুং বলেন, ফেডারেশনের সহ সভাপতি এনএ হ্যারিসের নেতৃত্বাধীন এক বিশেষ কমিটি কোচ বাছাই করেছে। এর বিরোধিতা করেন ভাইচুং।

ভাইচুং বলেন, যেখানে টেকনিক্যাল কমিটি রয়েছে, সেখানে হেড কোচ নিয়োগে স্পেশ্যাল কমিটির কোন দরকার? গোটা প্রক্রিয়াটিই ভুল। কোচকে আনা, ছাঁটাই করা, মেয়াদ বৃদ্ধি করার সব সিদ্ধান্তই নিচ্ছে ফেডারেশনের কর্মসমিতি, টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই।

ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবের প্রস্তাবিত দু-একজনের নামের মধ্যে থেকেই একটি নামে এগজিকিউটিভ কমিটি সিলমোহর দেয় বলে অভিযোগ ভাইচুংয়ের। বিজয়ন আজকের বৈঠকে যোগ দেন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে। ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণের পাল্টা দাবি, টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা নেই।

গম্ভীর ফের ভাঙন ধরালেন কেকেআর শিবিরে, ভারতের কোচিং স্টাফের চাকরি বাঁচল একজনেরই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের শ্রীলঙ্কা সফরের দল ঘোষণা করা হলেও এখনও বিসিসিআই সরকারিভাবে জানায়নি হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে কোচিং বা সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে কারা থাকবেন।

যদিও ক্রিকবাজের প্রতিবেদনে উল্লেখ, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের চাকরি বহাল থাকছে। সেই সঙ্গে কোচিং স্টাফ হিসেবে শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছেন অভিষেক নায়ার ও রায়ান টেন দুশখাতে।

উল্লেখ্য, গৌতম গম্ভীর কেকেআরের অধিনায়ক থাকার সময় থেকেই দুশখাতে তাঁর আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত সঙ্গী। কেকেআরের বয়াটিং কোচ হিসেবে অভিষেক নায়ার যেমন সাফল্য পেয়েছেন, তেমনই মুম্বইয়ের প্রাক্তন এই ব্যাটারের পরামর্শ ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে দেশের অনেকেই উপকৃত।

টি দিলীপের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে পারফরম্যান্স প্রশংসিত হয়েছে। ভারতের ফিল্ডিংয়ের মানের উন্নতি ঘটেছে। চমকপ্রদ ক্যাচ ধরছেন ক্রিকেটাররা। টি দিলীপ সব ম্যাচেই সেরা ফিল্ডারের মেডেল প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ড্রেসিংরুমে পরিবেশ ভালো রাখতেও তিনি সদর্থক ভূমিকা নিয়ে থাকেন।

দিলীপের টিম বন্ডিং এক্সারসাইজেও উপকৃত ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা। ফলে ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর, বোলিং কোচ পরশ মামব্রে-সহ অনেকের চুক্তি নবীকরণ না হলেও টি দিলীপ স্বপদে বহাল থাকছেন। জানা যাচ্ছে, অভিষেক নায়ার ও রায়ান টেন দুশখাতে ভারতীয় দলের সহকারী কোচ নিযুক্ত হয়েছেন।

বোলিং কোচ হওয়ার দৌড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তনী মর্নি মরকেলই এগিয়ে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। গৌতম গম্ভীর যখন লখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর ছিলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে ২ বছর বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন মরকেল। তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে বিসিসিআই কর্তাদের।

অভিষেক নায়ার ও রায়ান টেন দুশখাতে দুজনেই আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের সাপোর্ট স্টাফের ভূমিকা পালন করছিলেন। তাঁরা ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় কেকেআরের কোচিং স্টাফ ও মেন্টর পদেও বদল অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল।

সোমবারই ভারতীয় দল শ্রীলঙ্কা রওনা হচ্ছে। দিলীপ ও নায়ার সেদিনই দলের সঙ্গে যাচ্ছেন। তবে দুশখাতে কবে যোগ দেবেন তা স্পষ্ট নয় এখনও। তিনি মেজর লিগ ক্রিকেটে এলএ নাইট রাইডার্সের কোচিং স্টাফের অংশ। তিনি সরাসরি কলম্বোয় ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।

সোমবার বেলা ১টায় মুম্বই থেকে চার্টার বিমানে কলম্বো যাবে ভারতীয় দল। ২২ জুলাই আন্ধেরির এক পাঁচতারা হোটেলে হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ও ভারতীয় দলের নবনিযুক্ত টি২০ আন্তর্জাতিক অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব সাংবাদিক বৈঠক করবেন। বিসিসিআই সচিব জয় শাহ কলম্বোয় রয়েছেন, সেখানে চলছে আইসিসির বার্ষিক কনফারেন্স।

ভারত কুস্তিতে জিততে পারে একাধিক পদক, সবটা কীসের উপর নির্ভরশীল? স্পষ্ট করলেন যোগেশ্বর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অলিম্পিক্সে ভারত ২০০৮ সাল থেকে টানা কুস্তিতে পদক জিতে আসছে। এবার বজরং পুনিয়া-সহ কয়েকজন তারকা কুস্তিগীর প্যারিস অলিম্পিক্সের টিকিট আদায় করতে পারেননি।

যদিও ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী কুস্তিগীর যোগেশ্বর দত্ত মনে করছেন, প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে একাধিক পদক আসতে পারে কুস্তিতে। তবে তা নির্ভর করবে সূচির উপরও।

প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারত থেকে অংশ নেবেন ছয় কুস্তিগীর। পুরুষদের মধ্যে পদকের দৌড়ে থাকবেন শুধু আমন শেরাওয়াত। তিনি নামবেন ৫৭ কেজি বিভাগে। বাকি পাঁচ কুস্তিগীর মহিলাদের বিভিন্ন বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন।

যোগেশ্বরের কথায়, কার বিরুদ্ধে কার খেলা পড়বে সেই সূচির উপর পদক জয়ের বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভর করবে। সূচি পক্ষে এলে পথ মসৃণ হয়ে যাবে। তেমনটা হলে তিনটি পদক জেতাও সম্ভব। শেষ চারটি অলিম্পিক্সেই আমরা অলিম্পিক কুস্তিতে পদক জিতেছি।

ফলে টানা পঞ্চমবার অলিম্পিক্সে পদক আসুক, এই প্রার্থনা করে কুস্তিগীরদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন যোগেশ্বর। তিনি বলেন, আমার আশা কুস্তিগীররা পদক জিতেই দেশে ফিরবেন। সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। আমার বিশ্বাস, সকলেই দারুণ প্রস্তুতি নিয়ে অলিম্পিক্সে নামতে চলেছেন।

২০০৮ সালে কুস্তিতে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সুশীল কুমার। ২০১২ সালে সুশীল রুপো ও যোগেশ্বর ব্রোঞ্জ জেতেন। ২০১৬ সালে সাক্ষী মালিক জিতেছিলেন ব্রোঞ্জ। টোকিও অলিম্পিক্সে রবি কুমার দাহিয়া জেতেন রুপো, বজরং পুনিয়া ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। এ ছাড়া ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন কেডি যাদব।

ভারত ২টি রুপো ও ৫টি ব্রোঞ্জ জিতেছে অলিম্পিকের কুস্তিতে। যোগেশ্বর বলেন, হকির পর কুস্তিতেই ভারত সবচেয়ে বেশি পদক জিতেছে। সাতটি পদক এসেছে। ব্যক্তিগত অলিম্পিক স্পোর্ট হিসেবে দেশে যে কুস্তিই ১ নম্বর, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। যোগেশ্বর এখন বিজেপির নেতা। তাঁর আশা, এবার ভারত ১০টি পদক জিততে পারে অলিম্পিক্স থেকে।

নিলামের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে দলগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসছে বিসিসিআই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের(আইপিএল) ২০২৫ সালের মেগা নিলাম এই বছরের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এবার নিলামে বেশ কিছু নিয়মের বদল ঘটবে। নিলামের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে চলতি মাসের শেষেই ফ্রাঞ্চাইজিগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসছে বিসিসিআই। এই বৈঠকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হতে পারে।

ক্রিকবাজের প্রতিবেদন অনুসারে, দশটি ফ্র্যাঞ্চাইজি জুলাইয়ের শেষে একটি বৈঠকে বিসিসিআই-এর সাথে খেলোয়াড় ধরে রাখার নীতি নিয়ে আলোচনা করবে। সভাটি ৩০ বা ৩১ জুলাই মুম্বইতে একটি পাঁচতারা হোটেলে এই বৈঠক হতে পারে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সদর দফতরে সংস্কারের কাজ চলছে। তবে তারিখটি এখনও নিশ্চিত করা হয়নি।

ক্রিকবাজের প্রতিবদেন উল্লেখ করা হয়েছে, বিসিসিআই ফ্রাঞ্চাইজি মালিকদের বৈঠকের উপলব্ধ থাকতে বলেছে। প্রধান এজেন্ডা হবে খেলোয়াড় ধরে রাখা কারণ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত নিয়ে আসছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পুরোনো ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি আটজন ক্রিকেটারকে ধরে রাখার অনুমতি চাইছে। ধারাবাহিকতা, ফ্যানের ব্যস্ততা ও ব্র্যান্ড বিল্ডিংয়ের স্বার্থে এ দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, কয়েকটি দল আবার ন্যূনতম ধরে রাখার পক্ষে। এটাও জানা গেছে যে রাইট টু ম্যাচ বিকল্পের বিষয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে, মেগা নিলামের সময় এটি থাকবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। জানা গেছে যে বিসিসিআই ইতিমধ্যেই মূল বিষয়গুলির উপর ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মতামত চেয়েছে এবং এই মাসের শেষের দিকে বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি বেতনের ক্যাপ নিয়েও আলোচনা করবে যা আসন্ন ৩-বছরের চক্রের প্রথম বছরে প্রায় ১২০ কোটি টাকা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে, ধরে রাখা খেলোয়াড়দের বেতন নিয়ে আলোচনাও কেন্দ্রে থাকবে।

প্রতিবেদন অনুসারে, ক্রিকেটারদের স্যালারি ক্যাপ নিয়েও কথা হবে। গত আইপিএলের আগে মিনি নিলামে মিচেল স্টার্ক ও প্যাট কামিন্স বিক্রি হয়েছিলেন রেকর্ড অর্থে। স্টার্ককে ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় কিনেছিল কেকেআর। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার তিনি। তবে বোর্ড এবার নিশ্চিত করতে চায় যে, ক্রিকেটারদের দামের মধ্যে যেন একটা সামঞ্জস্য থাকে।

এদিকে একাধিক ক্রিকেটারের দলবদল হতে পারেন, তার মধ্যে শীর্ষে লোকেশ রাহুল। আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টসের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করেন। ফলে রাহুল লখনউ সুপার জায়ান্টস ছাড়তে চলেছেন বলে খবর। ঋষভ পন্থকে ছেড়ে দিতে পারে দিল্লি ক্যাপিটালস, এমন শোনাত গেলেও সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের রিপোর্ট অনুসারে পন্থকে ধরে রাখতে পারে দিল্লি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR